ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 139 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৯৫ ● কলকাতা ● ১৭ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ০৪ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

আজ রাজপথে নামছেন মমতা, মন্ত্রীদের জেলায় জেলায় থাকার নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আজ মঙ্গলবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হতে চলেছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা। বাড়ি বাড়ি যাবেন বুথ লেবেল অফিসাররা। একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া যাবে না দাবি নিয়ে মঙ্গলবার রাজপথে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।সোমবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে মন্ত্রীদের বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।সোমবার এক্সপোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবারের প্রতিবাদের কথা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, মিছিলের আগে আমাদের বক্তব্যের প্রতিফলন হিসেবে দয়া করে আমার লেখা ও সুর করা এই গান শুনুন। গেয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন।মন্ত্রীদের আপাতত জেলায় জেলায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে কড়া নির্দেশ

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 102

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এখন শ্রেষ্ঠতার প্রতীক হবে চিত্ত। যে ব্যক্তির চিত্ত যত সশক্ত ও প্রভাবশালী হবে, ঐ ব্যক্তি মানবসমাজে অতটাই সর্বশ্রেষ্ঠ হবে। মানে শ্রেষ্ঠতার প্রতীক হবে চিত্ত। এটা আগত সময়ে হবে। এখন চিত্তশক্তি অস্ত্র হবে, চিত্তই শক্তির মাধ্যম হবে।"

"আমাদের চিত্ত সর্বদা ভিতর হওয়া চাই কারণ তা যত ভিতরে হবে তত স্থির হবে, আর যত স্থির হবে তত সশক্ত হবে। সাধারণ মানুষ একে অতীতে ঘটিত খারাপ স্মৃতি, খারাপ ঘটনাকে চিন্তা করে নষ্ট করে বা অন্য মানুষের দোষ খুঁজতে খরচ করে। আর উভয় পরিস্থিতিতে চিত্ত শক্তি নষ্ট হয় আর চিত্ত দুর্বল হয়।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

আচমকা দিল্লিতে শমীক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিজেপির রাজ্য কমিটি ঘোষণায় 'গড়িমসি'র মাঝেই দিল্লিতে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে জরুরি তলব। ইতিমধ্যেই দিল্লি রওনা হয়েছেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করে সোম রাতে অথবা মঙ্গলবার সকালে কলকাতা ফিরবেন তিনি। এদিন বিকালে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর।যদিও সূত্রের খবর, টানাপোড়েনের শেষে অবশেষে চূড়ান্ত হয়েছে বঙ্গ বিজেপির নতুন রাজ্য কমিটি। দলের অন্দরে মতান্তর সরিয়ে বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর পছন্দ, মতামতকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, কে কে বাদ যাবেন, কে কে নতুন আসবেন, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলেছে। বিদায়ী কমিটিতে 'বিতর্কিত' হয়ে ওঠা অনেকেই চেষ্টা করেছিলেন নিজেদের দাপট অব্যাহত রাখার। তাঁদেরও রেখে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু নতুন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর 'জেদ' তাঁদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। আর শেষপর্যন্ত বঙ্গ বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব নতুন সভাপতির মতামতকেই প্রধান্য দিয়েছেন। ফলে পদ খোয়াতে হচ্ছে অনেককেই।শমীক ভট্টাচার্য রাজ্য বিজেপির সভাপতি পদের দায়িত্ব নেওয়ার পর পেরিয়েছে চারমাস। কিন্তু এখনও রাজ্য কমিটি ঘোষণা হয়নি। তা নিয়ে দলের অন্দরে চাপানউতোর রয়েছে। শোনা যাচ্ছে, চলতি সপ্তাহে তালিকা প্রকাশিত হতে পারে। তবে তার আগে এদিন দিল্লিতে জরুরি তলব পেলেন শমীক ভট্টাচার্য। সূত্রের খবর, দায়িত্ব নেওয়ার চারমাস পরও কেন রাজ্য কমিটি এবং তাঁর পদাধিকারীদের নাম প্রকাশিত হল না, ব্যাখ্যা দেবেন তিনি। এর মাঝে দল যাদের বহিষ্কার করেছিল, তাঁদের ফের ফিরিয়ে নেওয়ার কথাও উঠতে পারে এদিনের বৈঠকে। তৈরি হতে পারে চূড়ান্ত তালিকা।

কলকাতা পুলিশের পদ কাঠামোয়ও পরিবর্তন আনা হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নবান্নে অনুষ্ঠিত হল রাজ্য মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, যেখানে মূলত কলকাতা ও সংলগ্ন জেলার মন্ত্রীদের উপস্থিতিতেই আলোচনা হয়। মোট ১৫ থেকে ১৬ জন মন্ত্রী এই বৈঠকে অংশ নেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মন্ত্রীদের এসআইআর-এর উপর নজরদারির নির্দেশ দিয়েছিলেন। এছাড়াও, কলকাতা পুলিশের পদ

এরপর ৪ পাতায়

হরিদেবপুরে শ্যুটআউট, গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত বাবলু ঘোষ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হরিদেবপুরে শ্যুটআউটের ঘটনায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত। বাবলু ঘোষ নামে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সাড়ে ৩ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে ধরেছে পুলিশ। অভিযুক্ত আক্রান্ত মহিলার পূর্ব পরিচিত বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে সিসিটিভি ফুটেজ না থাকলেও গোটা পাড়ার ফুটেজ দেখে, স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয়েছে।

স্থানীয়দের কথা শুনে, পাড়ার সিসিটিভি দেখে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারপরেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। কেন এই হামলা চালানো হয়েছে, সেই বিষয়ে জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে অভিযুক্ত বাবলু ঘোষকে। ঘটনার সময় তিনি একাই ছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।জানা গিয়েছে, বাবলু ঘোষের সঙ্গে

একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল মৌসুমী হালদার নামে ওই মহিলার। কিন্তু সম্প্রতি, সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন মৌসুমী হালদার। তখন থেকে সমস্যার সূচনা। রবিবার রাতেও দুজনের মধ্যে অশান্তি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তারপরেই সোমবার সাতসকালে শহর শ্যুটআউট। ওই মহিলাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় আততায়ী। গুরুতর জখম অবস্থায় এমআর বাঙুরে নিয়ে যাওয়া হয় ওই মহিলাকে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা যাচ্ছে। পরে তাঁকে SSKM হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে বছর ৩৮ এর মৌসুমী হালদার হরিদেবপুর এলাকার বাসিন্দা। সোমবার সকালে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে ছিলেন প্রতঃভ্রমণে। বাইক করে এক যুবক এসে আচমকাই তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলি চালানোর সঙ্গে সঙ্গে তার পিঠে গুলি লাগলে তিনি লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা দেখতে পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে। গুলি করেই পালিয়ে গিয়েছে আততায়ী। সঙ্গে সঙ্গে মহিলার বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন মহিলার পরিবার। তাকে প্রথমে এম আর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে।

(১ম পাতার পর)

আজ রাজপথে নামছেন মমতা, মন্ত্রীদের জেলায় জেলায় থাকার নির্দেশ

মুখ্যমন্ত্রীর। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মন্ত্রিসভার বৈঠকে বলা হয়েছে যতদিন এসআইআর চলবে, ততদিন রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী কে নিজেদের জেলা ও বিধানসভা এলাকাতে থাকতে হবে। সাধারণ মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। রাত পোহালেই রাজপথে নামতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শহর কলকাতা থেকে যারা দূরে থাকেন, তাদের বলা হয়েছে এস আই আর শুরুর আগে নিজেদের এলাকায় থাকতে। এদিন এসআইআর-র বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

এদিন তিনি বলেছেন, বাংলার সকলকে একসঙ্গে লড়াই করতে হবে। বাংলার সঙ্গে বৈমাতৃসুলভ আচরণ করা হচ্ছে। বাংলার সঙ্গে বঞ্চনা করা হচ্ছে। সমস্ত টাকা বকেয়া রাখা হচ্ছে। আবার বাংলাকেই ভয় দেখানো হচ্ছে। এসআইআর করার কথা শুনে অনেক মানুষ আতঙ্কে ভুগছে। ৬দিনে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর হুঁশিয়ারি এসআইআর করে নাম বাদ দিয়েও তৃণমূলের ভোট বাড়বে। যাঁরা বিজেপির তল্পিবাহক হিসেবে কাজ করছে, তাদের বিরুদ্ধেও লড়াই তীব্রতর হবে।

সুপ্রিম' ধাক্কা শেখ শাহজাহানের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়াদিল্লি: জামিনের আর্জি নিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল সন্দেশখালি কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত শেখ শাহজাহান। কিন্তু সেখানেও ধাক্কা খেতে হল তাঁকে। শাহজাহানের আইনজীবীকে ভর্ৎসনা করে সুপ্রিম কোর্ট জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল। ফলে এখনও শাহজাহানকে জেলেই থাকতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, এই সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাই কোর্টের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।এদিন শুনানি শেষে আইনজীবী রজত সিংহরায় বলেন, "আমার বক্তব্য বিষয় ছিল দুটি। একই অভিযোগে সিবিআই দুটি এফআইআর করেছিল। এটা এমনিতে বেআইনি। প্রথম এফআইআরের ভিত্তিতে আমার মক্কেল জামিন পেয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় এফআইআর নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। ৮, ৯ মাস হয়ে গেল। ফলে আমার মক্কেলের জেলমুক্তিও পিছিয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়গুলি তুলে ধরতেই আমরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। কিন্তু বিচারপতিরা জানিয়েছেন, হাই কোর্টে এনিয়ে বিচারপ্রক্রিয়া

চলছে। তাই এখানে আর কিছু হবে না। আমরা দরকার হলে পরে আবার সুপ্রিম কোর্টে আসব। তার আগে দেখব হাই কোর্ট কী জানায়।"গত শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর জামিনের আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সন্দেশখালি কাণ্ডের অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত শেখ শাহজাহান। তাঁর আইনজীবী রজত সিংহরায়ের বক্তব্য ছিল, একই অভিযোগে আধঘণ্টার ব্যবধানে তাঁর বিরুদ্ধে দু'টি এফআইআর করেছে সিবিআই। প্রথম এফআইআরের মামলায় কলকাতা হাই কোর্ট থেকে ইতিমধ্যেই জামিন পেয়ে গিয়েছেন তিনি। কিন্তু ৮-৯ মাস হয়ে গেলেও দ্বিতীয় এফআইআর নিয়ে কোনও নির্দেশ আসেনি। এমনকী শুনানিও হচ্ছে না। আর সেই কারণেই সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন শেখ শাহজাহান।

সোমবার বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহর বেঞ্চে মামলার শুনানিতে শাহজাহানের আইনজীবী রজত সিংহরায়কে কার্যত ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়। তিনি অভিযোগ করেন, দ্বিতীয় এফআইআর নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া এগোচ্ছে না, তাতে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। কিন্তু বিচারপতিদের বক্তব্য, হাই কোর্টে এনিয়ে মামলা চলছে। তাহলে কেন অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার কথা উঠছে? বিচারপতিদের নির্দেশ, এনিয়ে হাই কোর্টেই আবেদন করতে হবে।

শোকাহত পরিবারগুলির পাশে মুখ্যমন্ত্রী যোগী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লখনউ: সম্প্রতি বহরাইচে নৌ-দুর্ঘটনায় অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সেই শোকাহত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি প্রতিটি পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।এছাড়া বহরাইচের অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামও চিহ্নিত করা হবে। বন এলাকায় থাকা বাসিন্দাদেরও দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হবে। তাদের পুনর্বাসনের জন্য বাজেট জমা দিতে বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পূর্ণ পুনর্বাসন এক মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকার সবসময় তাদের পাশে আছে। তিনি নিহতদের পরিবারগুলির হাতে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের চেক তুলে দেন।আর্থিক সাহায্যের আগে মুখ্যমন্ত্রী আকাশপথে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দ্রুত সমস্ত ত্রাণ কাজ শেষ করার জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী একটি বড় পুনর্বাসন প্রকল্পের নির্দেশ দিয়েছেন। ভারথাপুরের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে এক মাসের মধ্যে সরিয়ে দেওয়ার কথা জানান। এই কাজের জন্য তিনি ২১.৫৫ কোটি টাকা অনুমোদন করেছেন।

স্থানান্তরিত প্রতিটি পরিবার যেন জমি, অর্থ সাহায্য এবং নতুন বাসস্থান পায় সেদিকে খেয়াল রাখছেন তিনি। নতুন কলোনিগুলিতে সবরকম সুবিধা থাকবে। যেমন- বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ, রাস্তা এবং পাকা বাড়ি। কলোনিগুলির নাম হবে তাদের পুরনো গ্রামের নামেই।

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রপতি উত্তরাখণ্ড বিধানসভায় ভাষণ দিলেন

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু উত্তরাখণ্ড রাজ্য গঠনের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আজ (৩ নভেম্বর, ২০২৫) উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে, উত্তরাখণ্ড বিধানসভায় ভাষণ দিলেন।

অনুষ্ঠানে ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল বিধানসভা। বাবাসাহেব আম্বেদকর বলেছিলেন, সংসদীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সংবিধান প্রণেতারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন নিরবচ্ছিন্ন দায়বদ্ধতার উপর। জনতার প্রতি নিরবচ্ছিন্ন দায়বদ্ধতা সংসদীয় ব্যবস্থার শক্তি এবং চ্যালেঞ্জ দুটিই।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বিধায়করা সাধারণ মানুষ এবং সরকারের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র। সংসদীয় ক্ষেত্রের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং তৃণমূল স্তরে তাদের সেবা করার এই সুযোগ পাওয়া খুব বড় ব্যাপার। তিনি জোর দিয়ে বলেন, যদি বিধায়করা সক্রিয়ভাবে মানুষের সমস্যা মেটাতে এবং তাদের কল্যাণের কাজে যুক্ত থাকেন তাহলে সাধারণ মানুষ এবং তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধন অটুট হয়।

রাষ্ট্রপতি উত্তরাখণ্ড বিধানসভার সদস্যদের আবেদন জানান, পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে উন্নয়ন এবং জনকল্যাণে কাজ করার জন্য। তিনি বলেন, এই ধরনের কাজ রাজনীতির ঊর্ধ্বে। তিনি বিশেষ সংবেদনশীলতার সঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেন, বিশেষ করে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য। তিনি বলেন, তরুণতর প্রজন্মকে বেড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়ার উপরেও তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা সকল নাগরিকের জন্য অভিন্ন নাগরিক বিধির সংস্থান রেখেছিল। সংবিধানের নির্দেশ মেনে অভিন্ন নাগরিক বিধি রূপায়ণের জন্য উত্তরাখণ্ড বিধানসভার সদস্যদের প্রশংসা করেন তিনি। উত্তরাখণ্ড লোকায়ুক্ত বিল, উত্তরাখণ্ড জমিনদারি অ্যাবলিশন অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস বিল এবং অ্যান্টি কপি বিল সহ ৫৫০-এর বেশি বিল পাশ করার জন্য সন্তোষপ্রকাশ করেন তিনি। স্বচ্ছতা, আদর্শ এবং সামাজিক ন্যায়ের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এইসব বিল পাশ করানোর জন্য তিনি বিধায়কদের প্রশংসা করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, উত্তরাখণ্ড অনুপম প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সৌন্দর্যে ভরপুর। রাজ্যকে প্রকৃতির এই উপহার সংরক্ষণের পাশাপাশি উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে। গত ২৫ বছরে উত্তরাখণ্ডের মানুষ চোখে পড়ার মতো উন্নয়নের মাইলফলক অর্জন করায় তিনি সন্তোষপ্রকাশ করেন। পরিবেশ, শক্তি, পর্যটন, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজ্য উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। এছাড়াও অগ্রগতি ঘটেছে ডিজিটাল এবং বাস্তবিক যোগাযোগে এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে। ফলে, সার্বিক উন্নয়ন প্রয়াসের ফলস্বরূপ উত্তরাখণ্ড মানব উন্নয়ন সূচকের বিভিন্ন মাত্রায় উন্নতি করেছে। 'দেশ প্রথম' এই মনোভাব নিয়ে উত্তরাখণ্ড বিধানসভার সদস্যরা রাজ্যের পাশাপাশি দেশকেও দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করে যাবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চৌবিশতম পর্ব)

জন্যই তো আপনি আবির্ভূত হলেন।'শিব উত্তরে বললেন, 'আমরা একই সত্তার তিনটি অংশ। আমরা ত্রিধা বিভক্ত। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু রক্ষাকর্তা ও আমি ধ্বংসকর্তা। আমার শরীর থেকে রুদ্র নামে আর এক সত্ত্বার জন্ম হয়েছে। যদিও রুদ্র আর আমি একই সত্ত্বা। ব্রহ্মা, আপনি এবার সৃষ্টিকর্ম শুরু করুন।' এই বলে শিব অদৃশ্য হলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁদের রাজহংস ও বরাহের রূপ পরিত্যাগ করলেন।তবেই পুরাণ-লোকশ্রুতি অনুসারে শিব-গৌরীর বিয়ের স্থানটি উত্তরাখণ্ডে রুদ্রপ্রয়াগ জেলার

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

কলকাতা পুলিশের পদ কাঠামোয়ও পরিবর্তন আনা হয়েছে

কাঠামোয়ও পরিবর্তন আনা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীতে সুবেদার পদকে 'সশস্ত্র সাব-ইনস্পেক্টর' পদে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মোট ১৫০টি সুবেদার পদ এখন থেকে সাব-ইনস্পেক্টর পদে রূপান্তরিত হবে। সব সিদ্ধান্তই আজকের রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়েছে।সেই নির্দেশের পর থেকেই জেলাগুলিতে মন্ত্রীরা নজরদারির কাজ শুরু করেছেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতেই আজকের এই সীমিত মন্ত্রিসভার বৈঠক বলে জানা গেছে। এ দিন মন্ত্রিসভায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় গঠন করা হবে 'সোশ্যাল মিডিয়া ইউনিট'। এই ইউনিটগুলি তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধীনে কাজ করবে। প্রতিটি জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সদর কার্যালয় থেকেই ইউনিটগুলির কার্যক্রম পরিচালিত হবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই উদ্যোগে রাজ্যে মোট ১০৮টি শূন্য পদ তৈরি করা হবে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কণ্ঠে (একান্ন) মুণ্ডমালা থেকে রক্ত ঝরছে, আর তাই দিয়েই দেবীদেহ চর্চিত। দুটি শব-শিশু তাঁর কর্ণভূষণ। তিনি ঘোরদ্রংষ্টা, করালাস্যা, পীনোন্নত পয়োধরা। শবের হাতের কাঞ্চী পরিহিতা হয়েও হসন্মুখী।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ইমার্জিং সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন কনক্লেভ ২০২৫ – এ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের বঙ্গানুবাদ

নয়াদিল্লি, ০৩ নভেম্বর, ২০২৫

দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং, ভারত সরকারের মুখ্য বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা শ্রী অজয় কুমার সুদ, উপস্থিত নোবেল জয়ী স্যর অ্যান্ড্রে জেইম, দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, শিক্ষা জগতের প্রতিনিধি এবং সমবেত সুধীবৃন্দ!

আজকের অনুষ্ঠানটি বিজ্ঞান সংক্রান্ত। কিন্তু, প্রথমেই আমি ক্রিকেটে ভারতের অসাধারণ সাফল্যের কথা উল্লেখ করতে চাই। ক্রিকেট দলের সাফল্যে আনন্দে মাতোয়ারা সারা দেশ। মহিলাদের বিশ্বকাপ এই প্রথম জিতল ভারত। দলের প্রতিটি সদস্যকে আমি অভিনন্দন জানাই। আমরা আপনাদের নিয়ে গর্বিত। আপনাদের সাফল্য দেশের কোটি কোটি তরুণ-তরুণীর কাছে প্রেরণার উৎস।

বন্ধুগণ,

গতকালই ভারত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতে নিজের পতাকা আরও একবার জোরালভাবে তুলে ধরেছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা দেশের সবচেয়ে গুরুভার যোগাযোগ উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছেন। ইসরো ও বিজ্ঞানীদের এই সাফল্যের জন্য আমি অভিনন্দন জানাই।

বন্ধুগণ,

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। একবিংশ শতকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনার নিত্য নতুন ধারার অভিমুখ নির্ধারণে সারা বিশ্বের বিশেষজ্ঞদের একযোগে কাজ করা উচিৎ। এই সম্মেলন আয়োজনের সার্থকতা এখানেই। বিভিন্ন মন্ত্রক, বেসরকারি ক্ষেত্র, স্টার্টআপ এবং শিক্ষার্থী মহল এই উদ্যোগে যেভাবে সাড়া দিয়েছেন, তা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আজকের সমারোহে একজন নোবেল জয়ীর উপস্থিতি আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের। এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি।

বন্ধুগণ,

একবিংশ শতক অভূতপূর্ব রূপান্তরের একটি পর্ব। বিশ্ব ব্যবস্থাপনায় নতুন এক ধারা প্রত্যক্ষ করছি আমরা। এই পরিবর্তন সরলরৈখিক নয়। সেকথা মাথায় রেখেই ভারত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনা ক্ষেত্রের বহুমাত্রিক অগ্রগতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে এগোচ্ছে। উদাহরণ-স্বরূপ, গবেষণা খাতে অর্থায়নের বিষয়টি ধরা যাক। ‘জয় জওয়ান, জয় কিষাণ’ শ্লোগানের সঙ্গে আপনারা বহুদিন ধরেই পরিচিত। গবেষণার ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা এর সঙ্গে ‘জয় বিজ্ঞান’ এবং ‘জয় অনুসন্ধান’ শব্দ বন্ধ দুটিও যোগ করেছি। আমরা অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন গড়ে তুলেছি, যাতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণা ও উদ্ভাবনমূলক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটে। এরই সঙ্গে আমরা গবেষণা, বিকাশ ও উদ্ভাবনা প্রকল্পেরও সূচনা করেছি। এর জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকা ধরে রাখা আছে। আপনাদের হয়তো মনে হতে পারে, এই ১ লক্ষ কোটি টাকা মোদীজির সঙ্গেই থাকবে এবং সেজন্যই আপনারা হাততালি দিচ্ছেন না। কিন্তু, আসলে এই ১ লক্ষ কোটি টাকা আপনাদেরই জন্য, আপনাদের সক্ষমতা এবং নতুন সুযোগের দরজা খুলে দেওয়ার জন্য। বেসরকারি ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডের প্রসার চাই আমরা। এই প্রথম অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিশেষভাবে প্রভাব রাখতে সক্ষম বিবিধ প্রকল্পের জন্য মূলধনের সংস্থান করা হচ্ছে।

বন্ধুগণ,

ভারতে আধুনিক উদ্ভাবনা পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে আমরা ‘ইজ অফ ডুয়িং রিসার্চ’ – এ যোগ দিচ্ছি। সেজন্য সরকার আর্থিক বিধি এবং ক্রয় নীতির ক্ষেত্রে একের পর এক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরবরাহ-শৃঙ্খলকে আরও জোরদার করা হচ্ছে, যাতে পরীক্ষাগারে যা তৈরি হয়, তা যাতে সহজে বাজারে পৌঁছয়।

বন্ধুগণ,

ভারতকে বিশ্বের অন্যতম উদ্ভাবন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তের সুফল এখন পরিলক্ষিত।

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

(৫ পাতার পর)

ইমার্জিং সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন কনক্লেভ ২০২৫ – এ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের বঙ্গানুবাদ

আমি কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। সহজে খুশি হওয়া আমার ধাতে নেই। কিন্তু, ভবিষ্যতের দিকে তাকালে আমি খুশি হওয়ার অনেক কারণ খুঁজে পাই। আরও অনেক দূর আমাকে যেতে হবে। বিগত দশকে গবেষণা খাতে ব্যয় বরাদ্দ দ্বিগুণ হয়েছে। মেধাস্বত্ত্বের নিবন্ধন ১৭ গুণ বেড়েছে। ভারত এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ পরিমণ্ডলের দেশ। আমাদের ৬ হাজারেরও বেশি প্রযুক্তি-নিবিড় স্টার্টআপ, পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানী এবং আরও নানা অত্যাধুনিক ক্ষেত্রে কর্মরত। ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্র নতুন উচ্চতায় পৌঁছচ্ছে। জৈব-অর্থনীতি খাতে ২০১৪'য় আদান-প্রদানের পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি ডলার। বর্তমানে তা পৌঁছেছে ১ হাজার ৪০০ কোটি ডলারে।

বন্ধুগণ,

বিগত কয়েক বছরে আমরা বিভিন্ন উদীয়মান ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছি। গ্রিন হাইড্রোজেন, কোয়ান্টাম কম্প্যুটিং, সমুদ্র সংক্রান্ত গবেষণা, ক্রিটিক্যাল মিনারেলস – সবক্ষেত্রেই দ্রুত এগিয়ে চলেছে ভারত।

বন্ধুগণ,

বিজ্ঞান যখন অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, ধ্যান-ধারণায় অন্তর্ভুক্তির আদর্শ প্রতিফলিত এবং প্রযুক্তি ইতিবাচক পরিবর্তনের বাহক, তখন আরও সাফল্যের দৃঢ় ভিত্তি প্রসারিত হতে থাকুক। বিগত ১০-১১ বছরে ভারতের যাত্রা তারই উদাহরণ। ভারত এখন প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কেবল গ্রাহক নয়, প্রযুক্তিচালিত রূপান্তরের যাত্রায় অগ্রদূত। কোভিডের সময়ে অল্প দিনের মধ্যেই আমরা দেশে প্রতিষেধক তৈরি করেছি। বিশ্বের বৃহত্তম টিকাকরণ কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে এই দেশে।

বন্ধুগণ,

নীতি ও কর্মসূচির এই বিপুল রূপায়ণ সম্ভব হ'ল কি করে? কারণ, ভারতেই রয়েছে বিশ্বের প্রথম এবং সবচেয়ে সফল ডিজিটাল জনপরিকাঠামো। অপ্টিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে আমরা ২ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংযুক্ত করেছি। মোবাইল ডেটার সুযোগ পাচ্ছেন প্রতিটি নাগরিক।

বন্ধুগণ,

চন্দ্র ও মঙ্গল অভিযান আমাদের মহাকাশ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি, কৃষক ও মৎস্যজীবীদের কাছেও আমরা মহাকাশ বিজ্ঞানের সুফল পৌঁছে দিয়েছি। এই সাফল্যে আপনাদের সকলের অবদান রয়েছে।

বন্ধুগণ,

উদ্ভাবনের উদ্যোগে অন্তর্ভুক্তির আদর্শ প্রাধান্য পেলে তাতে উপকৃতরাই ক্রমে সমগ্র প্রক্রিয়ার চালিকাশক্তি হয়ে উঠবেন। ভারতের মহিলারা এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদাহরণ। আন্তর্জাতিক আঙিনায় ভারতের মহাকাশ অভিযান নিয়ে যখনই আলোচনা হয়, তখন এদেশের মহিলা বিজ্ঞানীদের প্রসঙ্গ জোরদারভাবে উঠে আসে। ভারতীয় মহিলাদের মেধাস্বত্ব আবেদনের সংখ্যা এক দশক আগে ছিল ১০০-রও কম। এখন প্রতি বছর এই সংখ্যা ৫ হাজার ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান – প্রযুক্তি – ইঞ্জিনিয়ারিং – গণিত শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণের অনুপাত ৪৩ শতাংশ, বিশ্বের গড়ে তুলনায় বেশি। কোনও এক সময়ে আমি একটি অনুষ্ঠানে উন্নত একটি দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর সঙ্গে একই লিফটে সওয়ার হয়েছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভারতের মেয়েরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে পড়াশোনা করে কি না? উত্তর শুনে তিনি অবাক হয়ে যান। আজ এই অনুষ্ঠানেও রয়েছেন বহু ভারতকন্যা।

বন্ধুগণ,

ইতিহাসের কিছু লগ্ন প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থেকে যায়। কয়েক বছর আগেই আমাদের কচিকাচারা চন্দ্রযানের সাফল্য প্রত্যক্ষ করেছে এবং বিজ্ঞানের প্রতি তাদের আকর্ষণ বহুগুণ বেড়ে গেছে। ব্যর্থতা ও সাফল্য দুটি বিষয়কেই প্রত্যক্ষ করেছে তারা। সম্প্রতি গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লার আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র সফর শিশুদের মনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে আরও আগ্রহের সঞ্চার করেছে।

বন্ধুগণ,

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন ক্ষেত্রে প্রতিভাবান তরুণ-তরুণীরা যত বেশি আসেন, ততই মঙ্গল। সেকথা মাথায় রেখেই দেশে প্রায় ১০ হাজার অটল টিঙ্কারিং ল্যাব তৈরি করা হয়েছে। এই পরীক্ষাগারগুলিতে ১ কোটিরও বেশি পড়ুয়া নানা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সামিল। আরও ২৫ হাজার অটল টিঙ্কারিং ল্যাব গড়ে তোলা হবে। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে দেশে বেশ কয়েকশো নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ৭টি নতুন আইআইটি এবং ১৬টি ট্রিপল আইটি গড়ে তোলা হয়েছে। নতুন শিক্ষা নীতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

বন্ধুগণ,

আমাদের সরকারের গৃহীত প্রাইম মিনিস্টার্স রিসার্চ ফেলোশিপ তরুণ গবেষকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। আগামী ৫ বছরে এর আওতায় ১০ হাজার ফেলোশিপ দেওয়া হবে।

বন্ধুগণ,

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্ভাবনা ও ক্ষমতা উপলব্ধির পাশাপাশি, তার প্রয়োগ ন্যায়সঙ্গত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলা দরকার। আজ খুচরো বিপণন থেকে শুরু করে লজিস্টিক্স, উপভোক্তা পরিষেবা থেকে স্কুল পড়ুয়াদের হোমওয়ার্ক – সবক্ষেত্রেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ হচ্ছে। ইন্ডিয়া এআই মিশন খাতে ১০ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে।

বন্ধুগণ,

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ন্যায়সঙ্গত ও মানব-কেন্দ্রিক করে তোলার জন্য সারা বিশ্বের রীতি কাঠামো তৈরি করতে ভারত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। খুব শীঘ্রই আমরা এআই গভর্ন্যান্স ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করব। এর সুবাদে উদ্ভাবনা ও নিরাপত্তার দিকগুলি যুগপৎ নিশ্চিত হবে। আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতে গ্লোবাল এআই সামিট – এর আয়োজন হবে। সেখানেও ন্যায়সঙ্গত ও মানবতা-কেন্দ্রিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে।

বন্ধুগণ,

উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিতে দ্বিগুণ উদ্যমে কাজ করতে হবে আমাদের। তবেই উন্নত ভারতের স্বপ্ন পূরণ সম্ভব হবে। কয়েকটি বিষয়ে আপনাদের মতামত চাই আমি। নিছক খাদ্য নিরাপত্তার পরিসর থেকে বেরিয়ে পুষ্টি সংক্রান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে আমাদের। আমরা কি পরবর্তী প্রজন্মের বায়ো-ফর্টিফায়েড শস্যবীজ তৈরি করতে পারি, যা সারা বিশ্বে অপুষ্টির সমস্যা দূর করবে? আমরা কি সাশ্রয়ী মূল্যে মৃত্তিকার উর্বরতা বজায় রাখার প্রণালী খুঁজে বের করতে পারি, যা রাসায়নিক সারের বিকল্প হয়ে উঠবে? আমরা কি ভারতের বিপুল সংখ্যক মানুষের জিনগত বৈচিত্র্যের মানচিত্রায়ন করতে পারি, যা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক চিকিৎসার দরজা খুলে দেবে? আমরা কি পরিবেশ-বান্ধব শক্তি সংরক্ষিত রাখার জন্য ব্যাটারির মতো প্রকৌশল তৈরি করতে পারি? যেসব ক্ষেত্রে আমরা অন্যের উপর নির্ভরশীল, সেসব ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে উঠতেই হবে।

বন্ধুগণ,

আমি প্রত্যয়ী যে, আপনারা, যাঁরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত, এই সব প্রশ্নের সমাধান বের করবেন। নতুন যে কোনও ধারণার ক্ষেত্রে আমি সহায়তায় প্রস্তুত। এইসব বিষয়ে অর্থ সংস্থানে আমাদের সরকার দায়বদ্ধ। এই সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি দিশাপত্র তৈরি হোক – এমনটাই চাই আমি। আমি প্রত্যয়ী যে, এই সম্মেলন ভারতের উদ্ভাবনা যাত্রাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। আরও একবার আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

জয় বিজ্ঞান, জয় অনুসন্ধান।

অনেক ধন্যবাদ।

সিনেমার খবর

'সাইয়ারা'র পর নতুন ছবিতে অনীত, আয়ুষ্মানের শুভেচ্ছাবার্তা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

'সাইয়ারা' ছবির মাধ্যমে দর্শকের মন জয় করেছেন অনীত। এতে রোমান্টিক চরিত্রে অভিনয় করলেও এবার তাকে দেখা যাবে একেবারে ভিন্নরূপে। 'ম্যাডক হরর-কমেডি ইউনিভার্স'র পরবর্তী ছবি 'শক্তিশালিনী'তে দেখা যাবে অনীতকে।

তার এই যাত্রায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এই ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন ছবি 'থামা'র অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় আয়ুষ্মান খুরানা 'ম্যাডক হরর-কমেডি ইউনিভার্স'র আগামী ছবিতে অভিনয় নিয়ে অনীতকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, তোমাকে স্বাগত জানাই ম্যাডক হরর-কমেডি ইউনিভার্সে। পাঞ্জাবীকন্যা এসে গিয়েছে। এটা আমাদের জন্যও খুবই গর্বের যে পাঞ্জাবের মেয়ে তার কাজের মাধ্যমে আমাদের গর্বিত করছে। তোমার জন্য ভীষণই গর্বিত। একটা একটা করে স্বপ্নপূরণ হোক তোমার। কোনোকিছুই অসম্ভব নয়। সুদূর পাঞ্জাব থেকে বলিউডে তোমার স্বপ্নপূরণের এই জার্নি সত্যিই খুব ভালো লাগছে। তোমাকে 'শক্তিশালিনী' ছবিতে দেখার জন্য অধীর অপেক্ষায় রয়েছি।

প্রসঙ্গত, 'সালাম ভেঙ্কি' ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয়েছিল অনীতের। তবে দর্শকের মনে দাগ কাটে অনীতের চলতি বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'সাইয়ারা'। রোম্যান্টিক-মিউজিক্যাল এই ছবিতে নবাগত অহন পাণ্ডের সঙ্গে অনীতের অনস্ক্রিন রসায়ন রীতিমতো দর্শকের মন কেড়ে নিয়েছে। ছবিটি বিশ্বব্যাপী প্রায় ৫৭০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে।

এর আগে শোনা গিয়েছিল 'শক্তিশালিনী'তে অভিনয় করবেন কিয়ারা আদভানি। যদিও এ নিয়ে আর কোনো গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে না। কারণ, সন্তান আসার পর আপাতত কাজ থেকে ছুটি নিয়েছেন কিয়ারা।

ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকতে বোকা সাজার ভান করি: জাহ্নবী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর। নতুনদের মধ্যে আলো ছড়িয়েছেন তিনি। একের পর এক সিনেমায় অভিনয় করে ইতোমধ্যে বলিউডে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন। সেই তিনিই এবার মুখ খুললেন ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকার ব্যাপারে। যা নেটপাড়ায় বেশ আলোড়ন তুলেছে।

সম্প্রতি কাজল ও টুইঙ্কল খান্নার শোয়ে করণ জোহরের সঙ্গে অতিথি হয়ে এসেছিলেন জাহ্নবী। সেখানে তাকে প্রশ্ন করা হয় যে, অভিনয় করতে এসে এখন পর্যন্ত কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন জাহ্নবী? এর উত্তরে অভিনেত্রী বলেন, ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকতে গেলে পুরুষ অভিনেতাদের 'মেল ইগো'কে বুঝে চলতে হয়। আমি খুব ভালোভাবে সেটা বুঝেছি। আমি নিজেকে এই সমস্যা থেকে বাঁচানোর জন্য সিংহভাগ সময়ই নিজেকে প্রমাণ করার লড়াইয়ে নামি না। বোকা হয়ে থাকার ভান করি। এতে আমার মনে হয় সমস্যা এড়ানো যায়। একই সঙ্গে এতে কারও বিরাগভাজন হওয়ার মতো সমস্যাও হয় না। আমি প্রথমেই নিজে ঠিক কতটা পারফর্ম করতে পারব তা দেখাতে যাই না। আমি প্রথমেই বলে দিই, আমি বুঝতে পারছি না ঠিক কীভাবে আমার অংশটা পর্দায় তুলে ধরব, এটাই নিরাপদ উপায় বলে আমার মনে হয়েছে।

জাহ্নবী আরও বলেন, আমি জানি, আমি এমন পরিবার থেকে বলিউডে অভিনয় করতে এসেছি যে আমার কাছে এরকম অনেক সুযোগ আছে যা অন্য অনেকের কাছেই নেই। কিন্তু সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মাথায় রাখা প্রয়োজন যে সমস্যা এড়িয়ে চললে পেশাগত জীবনে অনেক কিছুই মাথায় রাখতে হয়। কাউকে আঘাত না করে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারলেই সবটা ঠিক থাকবে।

সম্প্রতি 'সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারী' ছবিতে দেখা গেছে জাহ্নবীকে। এতে তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন বরুণ ধাওয়ান।

'সমালোচনাগুলো ওর মনে আঘাত ফেলেছে'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কোথায় যাচ্ছেন, কার সঙ্গে যাচ্ছেন, কী পরছেন, কী খাচ্ছেন—সব সময়েই চর্চায় তিনি। বলিউডে পা না রেখেও যে বিপুল উন্মাদনা তৈরি করা যায় তা দেখিয়ে দিয়েছেন অজয় দেবগান এবং কাজলের কন্যা নিসা দেবগান। যদিও এই বাড়তি উৎসাহই নাকি মেয়ের জীবনে অশান্তির কারণ। নিজের শৈশবের ছবিই গভীর ছাপ ফেলে গিয়েছে নিসার জীবনে?

প্রায় কিশোরী বয়স থেকেই আলোকচিত্রীরা অনুসরণ করে চলেছেন নিসাকে। রাস্তায় বের হলেই ক্যামেরার ঝলকানি। সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে সহজেই পাওয়া যায় যা বার বার চোখে পড়ে নিসারও। ধারাবাহিকভাবে নিজের ফটোশ্যুট লক্ষ করে দেখেছেন নিসা, ত্বকের রং বদলেছে তার।

এমনকি নাকের আকারও বদলেছে। কিন্তু শৈশবে তোলা তার ছবি নিয়ে যে নিরন্তর কাটাছেঁড়া হয়েছে, সেটা গভীর প্রভাব ফেলেছিল নিসার শিশুমনে। কাজল বলেন, "লোকে ওর ছোটবেলার ছবি নিয়ে এত বাজে কথা বলেছে, যা শুনে খুব দুঃখ পেত নিসা। তখন ওর চুলের ছাঁট, পোশাক নিয়ে বাজে কথা হত। পোশাকশিল্পীর পোশাক পরে কেন ঘোরে না কিংবা সাধারণ জামা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন, ইত্যাদি! এই সমালোচনাগুলো ওর মনে আঘাত ফেলেছে।"

এমনিতেই নিসা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তিনি আর যা-ই করুন, অভিনয়ে আসবেন না। মেয়েকে এই বিষয়ে কোনও জোরাজুরি করবেন না বলেই জানিয়েছেন কাজল নিজেও।

ভারতের নারী দলের জন্য বিসিসিআইয়ের পুরস্কার ৫১ কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলকে প্রথমবারের মতো বড় অঙ্কের আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই)। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত উইমেন'স ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতার জন্য ভারতের চ্যাম্পিয়ন দল পাচ্ছে ৫১ কোটি টাকা।

নাভি মুম্বাইয়ে রোববার ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানের ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপা জেতেন হারমানপ্রিত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ফলে আইসিসি থেকে দলটি পেয়েছে ৪৪ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩৯ কোটি ৭৮ লাখ টাকা।

বিসিসিআই সচিব দেবাজিৎ সাইকিয়া বার্তা সংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন, শিরোপা জয়ী দলকে বোর্ডের তরফ থেকে ৫১ কোটি টাকা পুরস্কারের ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি বলেন, "গত মাসে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ উইমেন'স বিশ্বকাপের প্রাইজমানি ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি করেছেন। এসব পদক্ষেপ নারী ক্রিকেটকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছে। আমরা খেলোয়াড়, কোচ ও সাপোর্ট স্টাফসহ পুরো দলকে এই পুরস্কার দিচ্ছি।"

আইসিসির ঘোষণায় দেখা যায়, এই আসরের মোট প্রাইজমানি ছিল ১ কোটি ৩৮ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার, যা আগের আসরের তুলনায় ২৯৭ শতাংশ বেশি। তুলনামূলকভাবে, ২০২২ সালে নিউ জিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে প্রাইজমানি ছিল মাত্র ৩৫ লাখ মার্কিন ডলার।

উইমেন'স বিশ্বকাপ জয়ে ভারতীয় দলকে এই বিশাল আর্থিক স্বীকৃতি নারী ক্রিকেটকে আরও শক্তিশালী এবং উৎসাহদায়ক করে তুলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশ্বকাপ জয়ের পর বিয়ের পিঁড়িতে স্মৃতি মান্ধানা!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের নারী ক্রিকেট দলের ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ জয়ের পর এবার দলীয় সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানার জীবনে যোগ হতে যাচ্ছে আরেকটি আনন্দের অধ্যায়। দীর্ঘদিনের প্রেমিক, জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক ও গায়ক পলাশ মুচ্ছলকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন এই তারকা ক্রিকেটার।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্মৃতি ও পলাশের বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে ২০ নভেম্বর ২০২৫, মহারাষ্ট্রের সাংলিতে। স্মৃতির কাছে জায়গাটি বিশেষ আবেগের, কারণ এখানেই তার বেড়ে ওঠা ও ক্রিকেটজীবনের সূচনা।

যদিও স্মৃতির জন্ম মুম্বাইয়ে, তার শৈশব ও ক্রিকেট-শুরু হয় সাংলির মাধবনগরে। তাই নিজের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনটিও তিনি উদযাপন করতে চান সেই প্রিয় শহরেই। পারিবারিকভাবে আয়োজিত এই বিয়ের অনুষ্ঠানটি হবে ঘনিষ্ঠ পরিসরে, যেখানে থাকছে সঙ্গীত ও ক্রিকেটের এক নিখুঁত মেলবন্ধন।

২০২৪ সালে ইনস্টাগ্রামে পোস্টের মাধ্যমে নিজেদের সম্পর্ক প্রকাশ্যে আনেন স্মৃতি ও পলাশ। ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রেমিকাকে শুভেচ্ছা জানাতে পলাশ সোশ্যাল মিডিয়ায় স্মৃতির বিশ্বকাপ হাতে একটি ছবি শেয়ার করে লেখেন, 'সবচেয়ে এগিয়ে আমরা ভারতবাসী।'

এর আগে একটি অনুষ্ঠানে পলাশ নিজেও বিয়ের খবর নিশ্চিত করে রসিকভাবে বলেন, 'শিগগিরই সে ইন্দোরের বউ হয়ে আসবে... ব্যস, এতটাই বলতে চাই।' এরপর হাসতে হাসতে যোগ করেন, 'আমি আপনাদের হেডলাইন দিয়েই দিলাম।'

পলাশ মুচ্ছল একজন ভারতীয় সংগীত পরিচালক, গায়ক ও গীতিকার। বলিউডে তার জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে 'তু যা কহে', 'পার্টি তো বন্তি হ্যায়' এবং 'তেরা হিরো ইধার হ্যায়'। পাশাপাশি স্বাধীন সংগীত জগতে 'খুশ নুমা', 'ও খুদা' এবং 'মুসাফির' গানগুলোও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

৪৫ দিন ঘুমাতে পারিনি, এখন সব সার্থক: মান্ধানা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ঐতিহাসিক জয়ের সঙ্গে ভারতের নারী ওয়ানডে দল নতুন গৌরবের ইতিহাস রচনা করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ শিরোপা জেতা ভারতীয় দল মাঠে ও মাঠের বাইরে আবেগে ভাসছিল।

দলের সহ-অধিনায়ক ও ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা জানান, '৪৫ দিন ধরে ঘুমাতে পারিনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সব কষ্টের প্রতিদান পেয়েছি। এই ট্রফি সত্যিই আমাদের স্বপ্নকে সত্যি করেছে।' তিনি আরও যোগ করেন, '২০১৭ আর ২০২৩ সালের ব্যর্থতা আমাদের শক্তি জুগিয়েছে। এই দল সবসময় একে অপরকে সাপোর্ট করেছে—এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।'

ফাইনালসেরা শেফালি বার্মা বলেন, 'আজ আমি ভাষাহীন। আমার একটাই লক্ষ্য ছিল, দলকে জেতানো। গ্যালারিতে শচিন স্যারের উপস্থিতি আমাকে আলাদা উদ্দীপনা দিয়েছে।'

টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড় দীপ্তি শর্মা বলেন, 'এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, এটি যেন এক স্বপ্ন। প্রতিটি ম্যাচ থেকে আমরা ইতিবাচক কিছু নিয়েছি। সমর্থকদের ধন্যবাদ, তাদের ছাড়া এটি সম্ভব হতো না।'

হারমানপ্রিত কউর ও রিচা ঘোষ জানালেন, ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে তাদের অবদান ও সতীর্থদের উপর ভরসা এই জয়ের মূল চাবিকাঠি।

দলের প্রধান কোচ অমোল মুজুমদার বলেন, 'এই জয় শুধু একটি ট্রফি নয়, এটি ভারতের নারী ক্রিকেটের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। মেয়েরা যা করেছে, তা অবিশ্বাস্য এবং পুরো দেশের জন্য গর্বের। ফাইনালে শেফালি বার্মার পারফরম্যান্স ছিল সত্যিই ম্যাজিকাল।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR